দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সংসদীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে : বি চৌধুরী

শেখ হাসিনার বক্তব্য নিয়ে সংসদে তুমুল বিতণ্ডা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রোববারের বন্দুক যুদ্ধ ও ৩ জন ছাত্রসহ মোট ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে গতকাল পুরো জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়।

গত রোববারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্য প্রদান ও হৈ চৈ চলতে থাকলে সংসদের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গতকাল হাসপাতালে রোববারের ঘটনায় আহত ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজানের মৃত্যু সম্পর্কে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সংসদে এই বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত ঘটে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের সকল কার্যকলাপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী সমস্যা সমাধানে শুধু বক্তৃতা না দিয়ে হৃদয় পরিবর্তনের জন্য আহবান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার তাদের দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অস্ত্র উদ্ধারের আইন প্রয়োগ করছেন। অস্ত্র উদ্ধারের নামে কেবল এসএম হল ও জহরুল হক হলে তল্লাশী চালানো হয়েছে।

কিন্তু একই সময়ে যদি মহসীন হল, জিয়া হল ও সূর্যসেন হলে তল্লাশী (শেষ পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

41

হাসিনার বক্তব্য নিয়ে

(প্রথম পৃঃ পর)

চালানো হত তাহলে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা যেত। কিন্তু আইন সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। সকলের জন্য যদি আইন সমানভাবে প্রয়োগ করা হত তাহলে এসব সন্ত্রাসী ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটত না।

তিনি বলেন মিলন হত্যাকারীদের মধ্যে কেউ ছাত্রলীগে নেই। মিলন হত্যাকারীদেরকে এতকাল গ্রেফতার না করার জন্য তিনি সরকারকে দায়ী করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্রদলের দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণে প্রায়ই তাদের নিজেদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। সরকার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাচ্ছেন।

তিনি টিভি ও বেতারে বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে খবর প্রচারের সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, সরকার যদি দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে সন্ত্রাস বন্ধ করতে চান তাহলে দু'ঘন্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, দ্বাদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এরপরও কেন সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না, এর জবাব সরকারকে দিতেহবে।

বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তৃতার সময় স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী তাকে জানান যে, ক্যাম্পাসের ঘটনাবলী নিয়ে সংসদে আনীত একটি মুলতবী প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হয়ে গেছে।

এছাড়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সংসদীয় কমিটি কাজ করে চলছে। এখন এ বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনার সূচনা না করতে তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রীকে

সংসদে তুমুল বিতণ্ডা

অনুরোধজানান।

শেখ হাসিনা বলেন যে, উত্তরাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পরিদর্শনের পর ঢাকায় এসে তিনি পত্রিকায় দেখেছেন তার রক্ত চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমার রক্ত নিয়ে যদি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হয় তাহলে আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের উপায় বের করার জন্য সংসদে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংসদীয় কমিটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে মুহূর্তে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে সে মুহূর্তে সংসদে এ বিষয়টি নিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের সহায়ক হবে না। বরং সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

এই কমিটিকে ব্যর্থ হতে দেয়া যায় না। তিনি বলেন, ডাঃ মিলন হত্যাকারীদেরকে ছাত্রদল থেকে বের করে দেয়ার পর অন্যদলে এদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়।

সংসদীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য সংসদীয় পদ্ধতি ও সংসদীয় কমিটিকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালী করতে তিনি আহ্বান জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন যে তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল দেখে কাজ করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এর প্রমাণ আজ ছাত্রদলও আমার বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবী তুলেছে। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনের এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য খোলা মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। একদল থেকে সন্ত্রাসীদের বের করে দেয়া হলে অন্য দলে আশ্রয় দেয়া হবে না–এই ঘোষণা দিতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিরোধী দলীয় নেত্রীকে এক সঙ্গে বসতে আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে বিরোধী দলীয় নেত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে সরকারের কোন প্রেসনোট প্রচার করতে গিয়ে রেডিও টিভি সেই প্রেসনোটের ভাষা সংশোধন করতে পারে না। বিরোধীদলীয় নেত্রী সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রীর কিছু বক্তব্যের সময় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা একযোগে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন।

এর আগে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে গত ২৭শে অক্টোবর ঢাকা ক্যাম্পাসে নিহত ২ জনের লাশ সরকারী খরচে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো হয়েছে। অথচ ছাত্রলীগের মিজানুর রহমান মিজানের লাশ হেলিকপ্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়নি। এটা আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নীতির পরিপন্থী এবং সংবিধান বিরোধী।

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে সরকারী ব্যয়ে ছাত্রদলের নিহত দুজন ছাত্রের লাশ পাঠানো হয়নি। বিএনপি'র দলীয় খরচে হেলিকপ্টার ভাড়া করে লাশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এরপর এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ, জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং জাসদ (সিরাজ)–এর শাহজাহান সিরাজ।